সংবাদ

তারিখ ... 15 NOV 2008
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৭

।বেষণা ।রপোট

মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮৬ ভাগ শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টারের ওপর নির্ভরশীল

তাউর রহমান

ভিন্ন কারণে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৮৬ াংশ শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টার কিংবা শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। শিক্ষকের পেছনে প্রতি শিক্ষার্থীকে মাসে য় ৩ হাজার টাকা খরচ করতে হচ্ছে। ণীকক্ষে শিক্ষকের অভাব, শ্রেণীকক্ষে দান না করে শিক্ষকদের টিউশনি ও চিং সেন্টারমুখী প্রবণতা, অভিভাবকদের ার অভাবে ছাত্রছাত্রীরা কোচিং সেন্টার বা গৃহশিক্ষকের ওপর অতিমাত্রায় রশীল হয়ে পড়ছে বলে গবেষকরা মনে ছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা পার্ট ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে এ পাওয়া গেছে।

প্রতি প্রকাশিত বেসরকারি একটি ষণা সংস্থার রিপোর্টে দেখা যায় গৃহশিক্ষকমুখী হয়ে পড়েছে। বেসরকারি ওই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি তাদের ২০০৭ সালের এক গবেষণা রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, সরকারি বিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষার্থী গৃহশিক্ষকের সহযোগিতা নেয়। এর মধ্যে শহরাঞ্চলে অবস্থিত সরকারি স্কুলে গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়া ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা শতকরা ৯৬ দশমিক ১ ভাগ, বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৯১ দশমিক ২ ভাগ, গ্রামাঞ্চলের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ৮৮ ভাগ, শহরাঞ্চলের মাদ্রাসায় ৮৩ দশমিক ৩ ভাগ এবং গ্রামাঞ্চলের মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা ৭৪ দশমিক ৩ ভাগ। 'ওই প্রতিষ্ঠানটি ২০০৬ সালে দেশের বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ... ...

শিক্ষার্থী : নির্ভরশীল

(১২ পৃষ্ঠার পর)

নবম-দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেখে, ওই বছরই শিক্ষার্থীরা গড়ে ৫ দশমিক ৭ মাস ধরে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ালেখা করেছে। গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ালেখার জন্য প্রতি শিক্ষার্থীর মাসে খরচ হয়েছে ২ হাজার ৭৭৫ টাকা।

ওই গবেষণা রিপোর্ট ছাড়াও সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শহর কিংবা গ্রামে এ গৃহশিক্ষক ছাড়াও বর্তমানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বাহারি নামের কোচিং সেন্টারগুলোর আধিপত্য ও প্রভাব আরও বেশি। এসব কোচিং সেন্টারের কর্ণধাররা কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের শতভাগ পাস করানোর মতো অফার দিয়ে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষ থেকে টেনে নিচ্ছে কোচিং সেন্টারের দিকে। মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে এসব কোচিং সেন্টার টানছে শিক্ষার্থীদের। এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির স্বপ্ন দেখিয়ে তারা হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। আর এসব কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা দিচ্ছে একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষক।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ওই গবেষ প্রতিষ্ঠানটি শুধু মাধ্যমিক স্তরে গবেষ সংশ্লিষ্ট গৃহশিক্ষকের সাহায্য নে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেখেছেন শতকরা ৮ াগ। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষ র্যায়ে এ চিত্র আরও ভয়াবহ। কলেজে ক্ষার্থীরা তাদের ক্লাস রেখে কোচি ন্টারে যেতেই বেশি আগ্রহী। সবচেয়ে শ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যাল র্যায়েও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোচিং সেন্টা গৃহশিক্ষকমুখী প্রবণতা আরও বেশি শির ভাগ কলেজের শিক্ষার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের ক্লাস বাদ দিয়ে কোচিং ন্টারে পড়ে থাকতেই বেশি আগ্রহী। নক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষের আড়ালে ভিন্ন জটিল বিষয়ের শিক্ষকরাই নানা নামে ক্ষার্থীদের কোচিং করিয়ে থাকেন বলেও না গেছে। অনেক ক্ষেত্রে এসব শিক্ষকের ছে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক নম্বরসহ নানা রণে ক্লাসের বাইরে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে তে বাধ্য হয়। ক্লাসের বাইরে একই য় একই শিক্ষকের কাছে পড়ার সুযোগ য় শিক্ষার্থীরাও ক্লাসবিমুখ হয়ে উঠছে দিন।

ব্যাপারে গবেষক ও শিক্ষাবিদরা বলছেন, ণীকক্ষে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের পাত বেশি এবং পাঠদানের সময় সে নায় কম থাকায় শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা ছাত্রকে বোঝাতে সক্ষম হন না। াপাশি অনেক বাবা-মা'র অশিক্ষা ও কর্ম তার কারণে তাঁরা তাদের স্কুল এবং জগামী সন্তানের লেখাপড়ার ব্যাপারে দিতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীরা হয়েই গৃহশিক্ষক বা কোচিং সেন্টারমুখী পড়ে। তবে অনেক শিক্ষক ক্লাসে ক দায়িত্ব পালন না করে শ্রেণীকক্ষের র পাঠ দানে বেশি উৎসাহী হওয়ার ণেও শিক্ষার্থীরা গৃহশিক্ষক বা কোচিং ারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে বলে মনে করেন।

রকারি গবেষণা সংস্থা এডুকেশন চের প্রধান গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ াদ'কে বলেন, এডুকেশন ওয়াচের ৭ সালের গবেষণায় শিক্ষার্থীরা কেন ক্ষকনির্ভর হয়ে পড়ছে এ বিষয়টি ওই র্টে না থাকলেও তিনি গবেষণা করে ছেন, বর্তমান অবস্থা থেকে

শিক্ষার্থীদের আরও ভাল করার চেষ্টা, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ও ছাত্র অনুপাতের অসমতা এবং অভিভাবকদের শিক্ষার অভাব কিংবা কর্মব্যস্ততা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের একটি অংশ কোচিং বা টিউশনমুখী হয়ে পড়ার কারণে শিক্ষার্থীরা গৃহশিক্ষকনির্ভর হয়ে পড়ছে।

একই মত পোষণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি শিক্ষাবিদ প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মুখস্থ বিদ্যায় ভরপুর। ফলে শিক্ষার্থীরা জটিল বিষয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য গৃহশিক্ষকমুখী হয়ে পড়ছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সবার আগে শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-শিক্ষকদের অনুপাত কমাতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি এ সমস্যা সমাধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার কথাও বলেন তিনি।